ফ্যাক্ট শীটঃ ধান বীজ

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বীজ সংরক্ষণ কৌশল

বীজকে পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন অবস্থায় পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে কৌশল অনুসরণ করতে হয় তাকে সংরক্ষণ কৌশল বলে।

সংরক্ষণ কালীন সমস্যা

সংরক্ষিত বীজের বড় সমস্যা হল আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা। পদ্ধতি সঠিক না হলে বীজে একধরনের ছত্রাক ও পোকার আক্রমণ হয় যা বীজের গজানোর ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ও বীজ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

প্রচলিত পদ্ধতি ও তার অসুবিধা

- প্রচলিত পদ্ধতিতে মাটির পাত্র, বস্তা, পলিথিন সহ বস্তা, ডোল ইত্যাদিতে বীজ রাখা হয়। এগুলোর অসুবিধা হল-
- মাটির পাত্রে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে
- বস্তা বা পলিথিন পোকা ও ইঁদুরে কেটে ফেলে
- ধানের বীজের খোঁচাতে পলিথিন ছিদ্র হয়ে যায়
- এগুলোতে বাতাস চলাচল করতে পারে তাই বীজের আর্দ্রতা বেড়ে যায় এবং বীজ পোকা ও ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয় ।

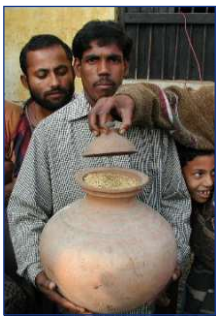

বীজ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি

বীজ রাখার উপযুক্ত পাত্র

প্লাস্টিক ড্রাম, টিন বা অন্য কোন ধাতব পাত্র এবং রঙ করা মটকাতে বীজ ভাল থাকে। পাত্রের মুখটি অবশ্যই ভালভাবে লাগতে হবে যেন বাতাস চলাচল করতে না পারে। এসব পাত্র ইঁদুর বা পোকায় কাটতে পারে না তাই দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

এ পাত্রগুলোতে বীজ ভাল থাকে

সংরক্ষণের জন্য অবশ্য করণীয়

- বীজ ঠিক মত শুকিয়ে নিন যাতে আর্দ্রতা ১২-১৩% অথবা এর নিচে থাকে
- পাত্রে রাখার আগে বীজ ঠাণ্ডা করে নিন
- বীজের পাত্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিন
- পাত্র পূর্ণ করে বীজ রাখুন
- বীজের উপর খালি জায়গা শুকনো ছাই দিয়ে পূর্ণ করে দিন
- নিমপাতা, তামাক পাতা বা বিষকাটালী পোকা দমনে কাজ করে
- পাত্রের মুখটি ভালভাবে বন্ধ করে দিন যেন বাতাস না ঢোকে
- পাত্রটি মাটি থেকে উঁচুতে যে কোন মাচার উপর রাখুন
- বীজ বোনার সময় ছাড়া পাত্রটি খোলার বা বীজ রোদ দেয়ার দরকার নেই।

বীজ রাখার পদ্ধতি

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd